স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মতো আমরাও লড়াই করেছি
যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসের বাণীতে মরিয়ার্টি

ইনকিলাব ডেস্ক : আজ ৪ জুলাই (শনিবার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ২৩৩তম বার্ষিকী। যুক্তরাষ্ট্রে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি এক বাণীতে বলেন, এদিন আমেরিকানরা আমাদের জাতির জন্ম উদযাপন করে ও স্থপতিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র একদল প্রতিষ্ঠাতা পেয়ে ধন্য হয়েছিল, যারা সম্মিলিতভাবে সে সময়কার আপাত কঠিন সমস্যা সমাধানকল্পে কাজ করেছিলেন। তারা ছিলেন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক। এমনকি সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে যখন তারা সংগ্রাম করে গেছেন, সরিয়ে রেখেছেন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ। নবীন জাতির সম্মিলিত স্বার্থে দেশের জন্য কাজ করেছেন। গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংবিধানের ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, অধিকতর উৎকৃষ্ট একটি ইউনিয়ন গঠনকল্পে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিত করতে, সর্বসাধারণের রক্ষাকল্পে, সাধারণের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের নিজেদের ও আমাদের বংশধরদের জন্য স্বাধীনতার আশীর্বাদ সুরক্ষিত করতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই সংবিধান নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করছি'।

স্থপতিরা যা যা প্রস্তাব করেছিলেন তার সবকিছুই সফল হয়েছে, এমন নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফল। পূর্ববর্তী 'আর্টিকেল্‌স অব কনফেডারেশন' আমাদের নবীন গণতন্ত্রের শাসন কাজের জন্য অসম প্রমাণিত হয়। আমরা ২৭ বার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করেছি। আমাদের জাতি পুরোপুরি নিখুঁত নয়। কিন্তু আমেরিকার গণতন্ত্রের শক্তি হচ্ছে জনগণের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা। আমাদের 'স্বাধীনতার ঘোষণা'য় বলা হয়েছে, 'সকল মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত তাদের কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে, যার অন্যতম হচ্ছে জীবন যাপনের স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ'।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সুদৃঢ় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলাদেশের মতো আমরাও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। আমরা একই মৌলিক বিশ্বাসসমূহে সম্পৃক্ত ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার গুরুত্বে বিশ্বাস, ধর্ম ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালাসমূহের প্রতি অঙ্গীকার।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ওবামা পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ককে জোরদার করতে মুসলিম বিশ্বের সামনে উপস্থিত হন। আমাদের উভয়ের কিছু সম্মিলিত মূল্যবোধের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সেগুলো হচ্ছে, 'ন্যায়বিচার ও অগ্রগতির নীতিসমূহ, সহিষ্ণুতা ও সকল মানুষের মর্যাদা'। বাংলাদেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও রয়েছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং নানা ধর্মের মানুষ।

আমরা আশাবাদী– গণতন্ত্রের সহযাত্রায় বাংলাদেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও নিবিড় সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।